প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশে পুলিশি বাধা, লাঠিপেটার অভিযোগ

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ২৪ অক্টোবর ২০১৯

গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশে পুলিশের বাধা- সংবাদ

পুলিশি বাধায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মহাসমাবেশ হয়নি। গতকাল দুপুরে তারা সমাবেশের জন্য জড়ো হতে থাকলে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। অনুমতি না থাকায় শিক্ষকদের সমাবেশ করতে দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দশম গ্রেড ও সহকারী শিক্ষকদের ১১তম গ্রেডের দাবিতে বুধবার শিক্ষকদের মহাসমাবেশ করার কথা ছিলো। বেলা ১২টার দিকে জড়ো হতে থাকলে শিক্ষকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। শিক্ষকরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। পরে শিক্ষকদের একটি অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কার্জন হলের সামনে সমাবেশ করে। শিক্ষকরা তাদের দাবি মেনে নিতে সরকারকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে দাবি মেনে না নিলে তারা সমাপনী ও বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনসহ স্কুলে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়ারও ঘোষণা দেন।

শিক্ষকদের ১৪টি সংগঠন নিয়ে গঠিত 'মোর্চা বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদ' ব্যানারে মহাসমাবেশ করার কথা ছিলো। যদিও এর আগে শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেখানে সমাবেশ করার অনুমতি পাননি। তাদের ঢাবির কার্জন হলের সামনে সমাবেশ করার জন্য এক ঘণ্টা সময় দেয়া হয়।

পরিষদের মুখপাত্র ও বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি বদরুল আলম বলেন, শহীদ মিনারে পুলিশ শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। সেখানে সমাবেশ করতে দেয়নি। পরে কার্জন হলের সামনে সমাবেশ করে আমরা কর্মসূচি দিয়েছি। শহীদ মিনার এলাকা থেকে পুলিশ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আতিকুর রহমানকে আটক করেছে। এছাড়া পুলিশের লাঠিচার্জে সহকারী শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবেরা খাতুনসহ কয়েকজন শিক্ষক আহত হয়েছেন।

বেতনবৈষম্য নিরসনের দাবিতে এর আগেও চলতি মাসে শিক্ষকরা চারদিন বিভিন্ন মেয়াদে কর্মবিরতিও পালন করেন। এর মধ্যে গত ১৭

অক্টোবর পূর্ণদিবস, ১৬ অক্টোবর অর্ধদিবস, ১৫ অক্টোবর ৩ ঘণ্টা এবং ১৪ অক্টোবর ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষকরা। এর ধারাবাহিকতায় বুধবার শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দেন। যদিও সোমবার ডিপিইর মহাপরিচালক ড. এএফএম মনজুর কাদির স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনায় সমাবেশে যোগ না দিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।